দৈনিক জনকণ্ঠ

সেপ্ট. ২৪ 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬......

পাবনা পলিটেকনিকে ছাত্র ভর্তি বন্ধ
ছাত্রদলের অবৈধ হস্তক্ষেপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, *পাবনা*

ছাত্রদলের অবৈধ হস্তক্ষেপে পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ১ম বর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে কয়েক শ' মেধাবী ছাত্র ভর্তি হতে এসে হয়রানির শিকার হয়ে ভর্তি না হয়েই ফিরে যাচ্ছে।

জানা গেছে, কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের চাহিদা মাফিক ভর্তি কোটা মেনে না নেয়ায় গত বুধবার দুপুরে জেলা ছাত্রদল ও যুবদলের কয়েক নেতা ইনস্টিটিউটের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের কয়েকটি কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয় এবং অধ্যক্ষসহ কয়েকজন শিক্ষককে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। এ বছর পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার, সিভিল, ইলেট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও পাওয়ার টেকনোলজিতে ২শ' ৬০ শিক্ষার্থীকে মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। এ জন্য গত ৮ সেপ্টেম্বর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষায় ১৭শ' ২২ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এ বছর ভর্তি পরীক্ষার খাতা দেখা শেষে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে যুগপৎভাবে মেধার ভিত্তিতে রেজাল্ট দেয়া হয়। যা স্থানীয় ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেনি। ভর্তি পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ডিপ্লোম্যাসি করেছে বলে ছাত্রদল অভিযোগ করেছে। অন্যদিকে মেধাবী ছাত্রদের ভর্তি না করে ছাত্রদল তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভর্তি করার অন্যায় দাবি তুলে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে বলে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এবারে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রির সময় প্রায় ২২শ' ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ছাত্রদল জোরপূর্বক ভর্তি গাইড বিক্রির নামে ৩০ থেকে ৪০ টাকা দামের গাইড সাধারণ ছাত্রদের এক শ' টাকায় কিনতে বাধ্য করে। এর মাধ্যমে লক্ষাধিক টাকা ছাত্রদলের নেতারা হাতিয়ে নিয়েছে। এমনকি ছাত্রদল নেতাদের কাছ থেকে ভর্তি গাইড না কেনা পর্যন্ত কোন ছাত্রকেই ভর্তি ফরম দেয়া হয়নি। এদিকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার মেধার ভিত্তিতে যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ভর্তির কাজ শেষ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে কেউ ভর্তি হতে ব্যর্থ হলে তাকে পরে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে না বরং তার পরিবর্তে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ক্রমানুযায়ী ভর্তি করা হবে। এ ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্ররা যাতে ভর্তি হতে না পারে সে জন্যই ছাত্রদল ভর্তির সময়সীমা পর্যন্ত ভর্তির কার্যক্রম বন্ধ রাখার অপকৌশল প্রয়োগ করছে বলে সাধারণ ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কঠোর হস্তে বন্ধ করা উচিত।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী আজই ভর্তির শেষ দিন